দৈনিক জনকণ্ঠ

135

তারিখ ... 17 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

নারায়ণগঞ্জবাসীর সুখদুঃখের কাহিনী -অষ্টম পর্ব

শিক্ষা ব্যবস্থায় মন্থরগতি

মোরছালীন বাবলা, *নারায়ণগঞ্জ থেকে*

জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা দিন দিন অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। স্কুল-কলেজ ভবনগুলোর জরাজীর্ণ দশা, শিক্ষা উপকরণের অভাব, প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষের সঙ্কটসহ প্রভৃতি কারণে জেলার সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা মন্থর হয়ে পড়েছে। শহরের প্রতিটি মহল্লায় গড়ে উঠেছে এক বা একাধিক কোচিং সেন্টার। এসব কোচিং সেন্টারে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা কিছু গদবাঁধা বুলি ছাড়া কিছুই শিখছে না।

জেলায় ৪ শ' ৫৩টি প্রাইমারি বিদ্যালয়, ১ শ' ১২টি হাই স্কুল, ১৩টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫৩টি মাদ্রাসা এবং ১০টি কলেজ রয়েছে।

সদর থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা অপ্রতুল। এ থানা অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা শোচনীয়। শীতলক্ষ্যা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি কতগুলো নড়বড়ে, ঘুণে ধরা খুঁটির ওপর ভর করে খালের ওপর অবস্থিত। যে কোন সময় ঘটে যেতে পারে কোন বিয়োগান্ত ঘটনা। এদিকে কর্তাব্যক্তিদের কোন দৃষ্টি নেই। দেওভোগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে ৫ শ' ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে। ভাঙা বেড়া ও টিনের এই স্কুলের আশপাশে ময়লা-আবর্জনায় ভর্তি। স্কুলের পাশের নিচু জমি আবর্জনা দ্বারা ভরাট করার ফলে এর দুর্গন্ধে স্কুলের পরিবেশ হয়ে পড়েছে দুর্গন্ধময়। সমগ্র নারায়ণগঞ্জের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর এরূপ হাল।

সদর থানার ৩২টি হাইস্কুলে প্রায় ৩৩ হাজার ৭ শ' ৯০ জন ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করছে। অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষক সঙ্কট, আসবাবপত্রের অভাব, ভবন জরাজীর্ণ ও দরজা- জানালা নেই। বৃষ্টি হলেই ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। লেখাপড়ার পরিবেশ নেই। শতবর্ষের প্রাচীনতম সরকারী তোলারাম কলেজটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। এই কলেজের জরাজীর্ণ ভবনের ছাদের প্লাষ্টার ধসে পড়ছে। বিগত '৮৯ সালে কলেজের পশ্চিম পর্শের ছাদ ধসে অধ্যাপক ও ছাত্র আহত হয়েছিল। এই কলেজটিতে প্রয়োজনীয় সিটের তুলনায় প্রায় ৪/৫ গুণ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়ে থাকে। মাত্র ২০ জন ছাত্রের থাকার উপযোগী ছাত্রাবাসে প্রায় ৫০ জন ছাত্র থাকে। এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত করার দাবি দীর্ঘদিনের। শহরের ফলপট্টি এলাকায় পুরাতন ডাক বাংলোতে নারায়ণগঞ্জ কলেজ অবস্থিত। এই কলেজটি চরম অবহেলার শিকার।

কলেজ কমিটির বিভিন্ন সদস্যের অন্তর্কলহের কারণে কলেজটির উন্নয়ন হচ্ছে না বলে জানা গেছে। সরকারী মহিলা কলেজে ছাত্রীদের জন্য কোন আবাসিক ব্যবস্থা নেই। বিজ্ঞানাগারে সরঞ্জাম এবং লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা অপ্রতুল থাকায় শিক্ষাকার্য ব্যাহত হচ্ছে। কলেজের দক্ষিণ পার্শ্বে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। কলেজ রাজনীতিতে বহিরাগতদের প্রভাব থাকায় ছাত্রীদের মাঝে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। শহরর প্রতিটি মহল্লায় আশঙ্কাজনকভাবে কোচিং সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব কোচিং সেন্টার যারা চালাচ্ছে তাদের অধিকাংশই স্কুল-কলেজের শিক্ষক। এই সকল শিক্ষক স্কুল-কলেজে ঠিকমতো না পড়িয়ে কোচিং সেন্টারগুলোতে পড়াতে ভালবাসেন। ফলে অনেক পিতামাতার সামর্থ্য না থাকলেও বাধ্য হয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের নতুন ভবিষ্যতের আশায় কোচিং সেন্টারগুলোতে পাঠাচ্ছেন।